দৈনিক বাংলা

তারিখ 15.1.85
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

0 5

চ্যান্সেলর পুরস্কার ও মাদ্রাসা ছাত্র

১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যারা সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিশজনের মধ্যে আছেন তারা সবাই চ্যান্সেলর পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এই পুরস্কার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের একটি সম্মান দানের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকে অনুভূত হয়েছে। কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি সরকার শুধু স্কুল-কলেজের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরই জন্যই চ্যান্সেলর পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য তার প্রয়োজন মনে করেননি। সবাই অবগত আছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমমানের। এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে পাশ করা ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের স্থান করে নেয়। মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারাও এই দেশেরই সন্তান। তাহলে মাদ্রাসায় পড়া মেধাবী ছাত্ররা কেন চ্যান্সেলর পুরস্কার পাবে না? আমরা মনে করি, যদি মেধার স্বীকৃতি হিসাবে চ্যান্সেলর পুরস্কার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পেতে পারে তবে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের তা পাওয়া উচিত।

এই প্রেক্ষিতে আমরা সদাশয় সরকার এবং মাননীয় চ্যান্সেলরের উপদেষ্টার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে

জনমত

আবেদন করছি, ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় মেধা তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের প্রাপ্য সম্মানী চ্যান্সেলর পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা অতি সত্তর করা হোক।

মোঃ আবদুল কুদ্দুস ভূঞা
ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা
ফেনী।